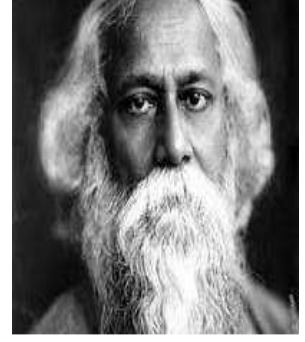




## প্রাণ

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



#### কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বনফুল’। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়’। এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে ‘বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়’-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| কবিতা     | : মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, শেষলেখা;       |
| উপন্যাস   | : চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা;        |
| ছোটগল্প   | : গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, গল্পসল্প;                            |
| নাটক      | : বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী;                 |
| প্রবন্ধ   | : আধুনিক সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, কালান্তর, সাহিত্যের স্বরূপ; |
| আত্মজীবনী | : জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা।                                     |

#### ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রাণ’ কবিতাটি ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতায় স্বীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। আর মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় থাকার জন্য প্রয়োজন মহৎ সৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প।



#### উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে কবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবি ও কবিতার কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।



## মূলপাঠ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।  
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !  
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,  
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময় –  
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয় !

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল  
তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,  
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল  
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।  
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়  
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায় ॥



### নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অমর আলয়- অমর সৃষ্টি অর্থে। কানন- বাগান। চিরতরঙ্গিত- সর্বদা কলংগলিত; বহমান। জীবন্ত হৃদয় মাঝে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য অংশে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঠাঁই- ঠিকানা; স্থান। নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই- রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎ বিপুল; মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগৎকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সৃষ্টির মধ্য থেকে রূপ-রস-গন্ধ যেন মানুষ অনুভব করতে পারে তার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত ফুটিয়ে তুলছেন সৃষ্টির কুসুম। বিরহমিলন কত হাসি-অশ্রুময়- মানুষের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হাসি-কান্না; আনন্দ-বেদনা নিয়ে তার জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিপুল এক আখ্যান। ভুবনে- পৃথিবীতে; ধরায়। লভি- লাভ করি। সূর্য করে- সূর্যের আলোতে।



### সারসংক্ষেপ :

দুনিয়াটা সুন্দর। এই সুন্দর ছেড়ে কবি মরতে চান না। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চান। মানুষের জীবন হাসি-কান্নায় ভরপুর। কবি তাঁর কাব্যে জীবনের এই বৈচিত্র্যকে অমর রূপ দিয়ে মানুষের চিরন্তন ভালোবাসা পেতে চান। অমর কাব্য না লিখতে পারলেও ক্ষতি নেই। যতদিন তাঁর কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে, ততদিন যেন মানুষ সেগুলো গ্রহণ করে- এই কবির একান্ত চাওয়া।



### পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ‘প্রাণ’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?  
ক. কড়ি ও কোমল  
খ. বনফুল  
গ. সোনার তরী  
ঘ. শেষের কবিতা
- ‘অমর আলয়’ বলতে বোঝানো হয়েছে-



ক. সূর্যের আলো অর্থে

খ. সুরধ্যান অর্থে

গ. অমর সৃষ্টি অর্থে

ঘ. সুরবাণী অর্থে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছিলছিল

জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি

দুই ভুজে ॥

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. প্রাণ

খ. জীবন সঙ্গীত

গ. পল্লিজননী

ঘ. বাংলা শব্দ

৪. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত কবিতায় মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

i. ভাবে

ii. আঙ্গিকে

iii. বিষয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i, ii

ঘ. i, ii ও iii



### চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

ক. ১৯১১

খ. ১৯১২

গ. ১৯১৩

ঘ. ১৯১৪

৬. ‘প্রাণ’ কবিতায় কবি কোথায় স্থান পেতে চেয়েছেন?

ক. সূর্যকরে

খ. পুষ্পিত কাননে

গ. নবসঙ্গীতে

ঘ. মানবের মাঝে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব

তবু আমারে দেব না ভুলিতে ।

৭. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে নিচের কোন চরণের মিল রয়েছে?

i. এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে

জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

ii. পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো

ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!

iii. পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ একেবারে দিশি—

দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

৮. যে কারণে উদ্দীপক ও সাদৃশ্যপূর্ণ চরণে মিল দেখা যায়—

ক. সৃষ্টির আনন্দ

খ. খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা

গ. সম্পত্তির লোভ

ঘ. ক্ষমতা ভোগের আকাঙ্ক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন :



এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান  
কালশ্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।

শুধু তব অন্তর বেদনা

চিরন্তন হয়ে থাক,

শুধু থাক

সম্রাটের ছিল এ সাধনা

যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল।

ক. ‘বনফুল’ কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ. ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।’ –কবি একথা বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকটি ‘প্রাণ’ কবিতার কোন বিষয়টিকে প্রকাশ করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকের শাজাহান এবং ‘প্রাণ’ কবিতায় কবির অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



### নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বনফুল’ কাব্যগ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ. হাসি, আনন্দ, সুখ-দুঃখে ঘেরা এই সুন্দর আকর্ষণীয় পৃথিবী ছেড়ে কবি কিছুতেই চলে যেতে চান না।

পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। যদিও এটা সকলেই জানেন মানুষ মরণশীল। এই সুন্দর আকর্ষণীয় পৃথিবীতে মানুষ আসেই পুনরায় চলে যাওয়ার জন্য। তবুও মানুষ এ ধরণীতে বাঁচতে চায়, কিছুতেই হারিয়ে যেতে চায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চান না এ পৃথিবীর মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে, চান না মরে যেতে। তিনি পৃথিবীর মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতির অপকল্প রূপ-লাবণ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। এভাবে তিনি মহৎ কর্ম সৃষ্টি করে মানবের হৃদয়ে আজীবন বেঁচে থাকতে চান। বস্তুত ‘প্রাণ’ কবিতায় একথাই তিনি উক্ত চরণটি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন।

গ. উদ্দীপকে নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রত্যাশাই ‘প্রাণ’ কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

রূপ-রস-আনন্দে ভরপুর এই জগত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। মানুষ এখানে নিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে ও টিকে থাকতে। আবেগ ও ভালোবাসায়, মান ও অভিমানে, হাসি ও কান্নায় পূর্ণ এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যেন আনন্দের। কেউই চায় না এই মায়াবী পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য বিলীন করে দিতে।

‘প্রাণ’ কবিতাটিতে কবিমনের এক সুন্দর আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে কবি অন্য কিছুর আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান না। তাই তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, কালজয়ী রচনা সৃষ্টির মাধ্যমে জগতের নিকট আদৃত হওয়ার। উদ্দীপকের কবিতাংশটুকুতে সম্রাট শাহজাহানের মনের যে বাসনা ব্যক্ত হয়েছে তা ‘প্রাণ’ কবিতায় প্রকাশিত কবির মনোভাবেরই একটু ভিন্নরূপ। সম্রাট শাহজাহান জানেন সময়ের কালশ্রোতে জীবন-যৌবন-ধন-মান একদিন সবই লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি চেয়েছেন নিজের আপনজন হারানোর বেদনাটি যেন জগতের মানুষ সহজে ভুলে না যায় সেজন্য কিছু সৃষ্টি করতে। আর এর প্রত্যক্ষ ফসল আত্মায় সৃষ্ট অমর তাজমহল। উদ্দীপকে বর্ণিত সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাই ‘প্রাণ’ কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শাহজাহান এবং ‘প্রাণ’ কবিতার কবির অনুভূতি একসূত্রে গাঁথা।

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। জন্মগ্রহণ করলে তাকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীবনের এই প্রব সত্যটি সকলের জানা। তবুও মানব মনের বাসনা যে, সে পৃথিবীতে মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকবে। যেহেতু দৈহিকভাবে মানুষের অবিনশ্বর হওয়া সম্ভব নয়, তাই আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের মনে জাগরুক হয়ে থাকতে পারাটাই হচ্ছে এ অমরতা।

‘প্রাণ’ কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজ সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানব জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মাঝে নিজের স্থান করে নিতে চেয়েছেন। তাই কবি মানব জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগতকে আপন সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।



কবির অবর্তমানে মানুষ যেন জীবনের রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করতে পারে সেজন্যই তিনি রচনা করেছেন তার নব নব সৃষ্টির ডালি। উদ্দীপকে সম্রাট শাহজাহানের জীবনের আকাঙ্ক্ষাও তাই। তিনি জানেন সময়ের কালপ্রবাহে তার পায়ে চলার স্মৃতিটুকুও মুছে যাবে। তাই তিনি সৃষ্টি করেছেন অমর তাজমহল। সম্রাট শাহজাহান যেদিন পৃথিবীতে থাকবেন না, সেদিন তার তাজমহল পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে। তিনিও পৃথিবীর মানুষের মনে জাগরুক থাকবেন, পৃথিবীর অনাগত কালের মানুষ জানবে তার অব্যক্ত হৃদয়ের গোপন কথা।

অতএব, দেখা যাচ্ছে ‘প্রাণ’ কবিতায় কবি যেমন আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন ঠিক তেমনি উদ্দীপকেও সম্রাট শাহজাহান আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের মনোবেদনাকে আবহমান কালের পৃথিবীতে বর্তমান করে যেতে চেয়েছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাহজাহান এবং ‘প্রাণ’ কবিতায় কবির অনুভূতি একইসূত্রে গাঁথা।



### অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

#### সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রাণিমাাত্রই মরণশীল। জন্ম মানেই মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া। তবু মানুষ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সে সূর্যের আলোতে, ফুলের সমারোহে ও সৌন্দর্যে পৃথিবীতে নিজের স্থান করে নেয়। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরকে ছেড়ে সে অন্ধকারে হারাতে চায় না। তার প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়। অন্য কথায় বলা যায়, মানবের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন।

ক. ‘চিরতরঙ্গিত’ শব্দের অর্থ কী?

খ. ‘জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।’ –কথাটির মানে কী?

গ. উদ্দীপকটি ‘প্রাণ’ কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ‘প্রাণ’ কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। –বিশ্লেষণ করুন।



### উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক      ২. গ      ৩. ক      ৪. ঘ      ৫. গ      ৬. ঘ      ৭. ক      ৮. ক



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।



অডিও/ভিডিও

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।